পাগলের হনুমান মূর্ত্তিধারণ ও গঙ্গা দর্শন

পুনর্বার একদিন গঙ্গাচর্ণা যেতে।
চলিলেন পাগ্‌লামি করিতে করিতে।।
অক্রুর বিশ্বাস রামকুমার বিশ্বাস।
দুইজনে মিলে এল পাগলের পাশ।।
পাগল দেখিয়া বড় হৈল প্রীত মন।
উভয় উভয় পক্ষে প্রেমে আলিঙ্গন।।
তিনজন একসঙ্গে যাইবে বলিয়া।
একত্রে হইল পার পাটগাতি গিয়া।।
পাগল নামিতে তীরে দেয় এক লম্ফ।
নদীজল উথলিল যেন ভূমিকম্প।।
কিনারে আসিতে বাকী দশ-বারো নল।
গভীর ভাঙ্গন কূল স্রোতে 'পাকজল।।'
জল হ'তে চারিহাত উর্দ্ধেতে 'পাহাড়ি।'
'পাড়ির উপরে পড়ে বায়ু ভরে উড়ি।।
দেখিয়া সকল লোক মানিল বিস্ময়।
নাবিক কহিছে 'ইনি মনুষ্যত নয়।।
গোস্বামী দৌড়িয়া গেল গঙ্গাচর্ণা গ্রামে।
কার্ত্তিকের গৃহেতে মাতিল হরিনামে।।
অক্রুর রামকুমার আইল পশ্চাতে।
শম্ভুনাথ ঘরে বসিলেন একত্রেতে।।
বলে 'ওহে শম্ভুনাথ পাগল কোথায়?'
বার্তা শুনি শম্ভুনাথ অন্বেষণে যায়।।
এদিকে পাগল ভাবিছেন মনে মনে।
ভাল হ'ত কার্ত্তিক আনিলে সে দু'জনে।।
মনজানি ততক্ষণ কার্ত্তিক চলিল।
তাড়াতাড়ি করি দোঁহে ডাকিয়া আনিল।।
তাঁহারা আসিয়া রাইচরণের ঘরে।
প্রেমানন্দে মেতে দোঁহে হরিনাম করে।।
পাগল করেছে নাম তাহা শুনিতেছে।
পাগলের সঙ্গে কার্ত্তিকের ভার্য্যা আছে।।
মৃদুস্বরে হরিবলে পাগলের সঙ্গে।
কার্ত্তিক ভাসিয়া যায় প্রেমের তরঙ্গে।।
না এল বিশ্বাসদ্বয় পাগল ছুটিল।
'গিয়া রাইচরণের ঘরেতে উঠিল।।
দুই বিশ্বাসকে আনি মদনের ঘরে।
পাগল বাহিরে গিয়া হরিনাম করে।।
নিমায়ের দুইপুত্র চাঁদ শিবরাম।
শিবরামের পুত্রের ঠাকুরদাস নাম।।
তারপুত্র রামনিধি ভকত সুজন।
অতি শুদ্ধ মতি তার তিনটি নন্দন।।
জ্যেষ্ঠপুত্র মোহন মধ্যম শ্রীমদন।
সবছোট বনমালী বৈষ্ণব লক্ষণ।।
মদনের ঘরে বসি আর আর লোক।
গৃহের বাহিরে ঘোরে গোস্বামী গোলোক।।
মদনের ঘরে রাইচরণের ঘরে।
বায়ুবেগে দুই বাড়ী যায় আসে ঘুরে।।
ঘর ঘেরি বাড়ী ঘেরি দেয় ঘন পাক।
চক্রাকার ঘুরে যেন কুম্ভকার চাক।।
তাহাতে লোকের ভীড় হইল অধিক।
মাঝে মাঝে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে কার্ত্তিক।।
কার্ত্তিকের বাড়ী বাল্য-বৃদ্ধ-যুবা যত।
সবে নাম সংকীর্ত্তনে হয়েছে উন্মত্ত।।
রাইচরণের বাড়ী যত লোক ছিল।
দিশাহারা মাতোয়ারা কীর্ত্তনে মাতিল।।
রজনী মহিমা বনমালী প্রামাণিক।
বৃন্দাবন নিবারণ প্রেমেতে প্রেমিক।।
রাইচরণের ঘরে মদনের ঘরে।
বহুলোক মিশামিশি ভাসে প্রেম-নীরে।।
সবে মিলে পাগলের বিক্রম দেখিয়া।
ভ্রান্তিতে গিয়াছে সবে সংজ্ঞা হারাইয়া।।
সিংহনাদ সিংহবীর্য্য গর্জ্জিছে পাগল।
'জয় হরি বলরে গৌরহরি বল।।